

যেসব বাংলাদেশি সেদিন কাজে গিয়ে আর ফেরেননি

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, নিউইয়র্ক

সেপ্টেম্বর ১১-র নারকীয় হামলার সপ্তাহ তিনেক আগে ব্রুকলিন ব্রিজ দিয়ে সপরিবারে যাচ্ছিলেন শাকিলা ইয়াসমীন। নিউইয়র্কের ল্যান্ডমার্ক ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের গগণচুম্বী টুইন টাওয়ার দেখিয়ে গাড়িতে বসা বাবা শরীফ চৌধুরীকে বলেছিলেন, দেখো বাবা-আমি ওই টাওয়ারে কাজ করি। রাত ১০টার দিকে ফের দেখা হবে বলে স্কুলপড়ুয়া সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টুইন টাওয়ারে কাজে গিয়েছিলেন মো. শাহজাহান। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আর ফিরে আসেননি শাকিলা ও শাহজাহান।

এদিন সন্ত্রাসীরা যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে টুইন টাওয়ারে আঘাত হনায় ঠিক কত লোক নিহত হন তা হিসাব করা সম্ভব হয়নি। তবে পুড়ে যাওয়া মানবদেহ ও ছাই ভস্ম থেকে সংগৃহীত অবশিষ্টের ডিএনএ টেস্ট করে এখন পর্যন্ত সরকারিভাবে দুই হাজার ৭৪৯ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে।

টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনায় নিহত বাংলাদেশিদের মধ্যে আছেন নূরুল হক মিয়া ও তার স্ত্রী শাকিলা ইয়াসমীন, মো. শাহজাহান, সাকিব হোসেন, সালাউদ্দিন আহমেদ এবং আবুল কে চৌধুরী।

এই ঘটনার মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল শাকিলা ও নূরুলের। মারশ অ্যান্ড ম্যাকলেনন কোম্পানির কম্পিউটার বিভাগের কর্মী ছিলেন শাকিলা। অন্যত্র কাজের সুযোগ পেয়েও স্বামী নূরুলের কাছাকাছি কাজ করবেন বলে যাননি সেখানে। নূরুল কাজ করতেন বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের এক নম্বর টাওয়ারের ৯৩ তলায়। ৯৭ তলায় কাজ ছিল শাকিলার। প্রথম বিমান হামলায় ধসে পড়া টাওয়ারে প্রাণ হারান এই তরুণ দম্পতি।

শাকিলার বাবা শরীফ চৌধুরী বসবাস করেন ভার্জিনিয়ায়। আজ সোমবার গ্রাউন্ড জিরোতে নিহতদের আনুষ্ঠানিক স্মরণসভায় যোগ দেবেন তিনি। পারিবারিক উদ্যোগে শাকিলা-নূরুলের স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন শরীফ চৌধুরী। ১৬ সেপ্টেম্বর ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠেয় এ দোয়া মাহফিলে যোগ দেবেন আত্মীয়সুজনরা।

স্পর্শকাতর সেপ্টেম্বর ১১ নিয়ে মুখ খুলতে চান না নিহতদের কোনো সৃজন। বিষয়টি পুরোপুরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় বৃকে ব্যথার পাহাড় নিয়েও তারা ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বাড়াতে চান না। নিহত বাংলাদেশিদের অবশ্য অন্যদের মতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

নিহত মো. শাহজাহানের স্ত্রী মনসুরা চার শিশুসন্তান নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে চলে গেছেন ফ্লোরিডায়। শাহজাহানের স্মরণে ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মনসুরা বলেন, সন্তানেরা যত বড় হচ্ছে তত বেশি বাবার অভাববোধ করছে। মাঝেমাঝে বিষণ্ণতা গ্রাস করে। এ সময় নিজেকেও সামাল দিতে পারেন না তিনি। মনসুরার বড় মেয়ে শিরিন শাহজাহান এখন যষ্ঠ গ্রেডে পড়ে। 'মাই ফ্যামিলি' শিরোনামে এক রচনায় শিরিন বাবার কথা লিখতে গিয়ে বলেছে, "...সেদিন ছিল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সকাল। অন্যদিনের মতো আমরা ভোরে উঠে স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই। বাবা দুই হাত উঁচিয়ে আমাদের গুডবাই জানালেন। সে সময় বাবা বলেছিলেন, রাত ১০টার আগে হয়তো ফিরতে পারব না। আমরা বলেছিলাম 'ওকে'।" শিরিন লিখেছে, "...সকাল নয়টার দিকে টুইন টাওয়ারে হামলার খবর আসে আমাদের স্কুলেও। স্কুল সঙ্গে সঙ্গে ছুটি ঘোষণা করা হলো। আমরা বাসায় ফিরলাম। মা তখন চিৎকার করে কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে মা বলছিলেন, 'ধসে পড়া টাওয়ারের একটিতে তোমার বাবা ছিলেন। আমরা ভাই-বোনেরাও কাঁদতে শুরু করলাম। ...টুইন টাওয়ারের নিহতদের মধ্যে যাদের লাশ পাওয়া যায়নি তাদের দেহাবশেষ শনাক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে বাবার দেহাবশেষও রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যও ৯/১১-এর সকালের কথা ভুলতে পারি না। বাবা আমাদের সারা জীবনের জন্য 'গুডবাই' বলেছিলেন।"

শিরিন ঘটনার বেশ কিছু দিন পর গ্রাউন্ড-জিরোতে গিয়ে ধসে পড়া টুইন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ, পোড়ামাটি বোতলে নিয়ে বাড়ি ফেরে। বেদনার ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেই বোতলটি তাদের ঘরে আছে সর্বক্ষণ।